بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

তাহরিক ই জাদিদের ৮৮তম বছরে জামাতের সদস্যদের পক্ষ থেকে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের উল্লেখ এবং ৮৯তম বছরের শুরুর ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৪ নভেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

আজ নভেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার এবং চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আজকের খুতবায় **তাহরিক ই জাদিদের** নতুন বছরের ঘোষণা করা হয় এবং বিগত বছরে মহান আল্লাহ্ তাআলার করুণারাজির বিবরণ তুলে ধরা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীই তাঁর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের তাহরিক করেছেন। কুরআনেও এই তাহরিক বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন, যারা ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর আশিস বর্ষণ করেন। এভাবে সূরা বাকারার ২৬২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যারা তাঁর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, যারা খাঁটি মুমিন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঋণ রাখেন না, বরং তিনি তাদের ইহকাল ও পরকালে প্রাচুর্য দান করেন।

এই সময়ে আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম ধর্মের প্রকাশনার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- কে প্রেরণ করেছেন। তাই ইসলাম ও তাওহীদ প্রচারের জন্য সর্বাত্মক কাজ করা তাঁর অনুসারীদের দায়িত্ব। যদি তারা আন্তরিক হয়ে যথাযথ ভাবে এই দায়িত্ব পালন করে, তবে তারা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায, রোজা এবং মহান আল্লাহ্র স্মরণ তাঁর পথে ত্যাগ

স্বীকারকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই হাদীসে আল্লাহ্ তাআলা একজন প্রকৃত মুমিনের চিত্রাঙ্কণ করেছেন যে, শুধু আর্থিক ত্যাগ স্বীকারই যথেষ্ট নয়, অন্যান্য ইবাদতও আবশ্যক। তখন আল্লাহ্ তাআলা এমনভাবে বরকত দান করেন যাতে মানুষ আশ্চর্যচকিত হয়। আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে আমরা যেন আত্মসন্তুষ্টিতে না ভুগি, বরং অন্যান্য ইবাদতও আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সাহাবী হযরত রাবে বসরী (রা.)'র আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থার উল্লেখ করে বলেন, কিভাবে খোদার উদ্দেশ্যে দুইটি রুটি দান করার প্রতিদানে আল্লাহ্ তাঁর অতিথিদের জন্য কুড়িটি রুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন আজ ইসলামের স্বার্থে স্বীয় উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে প্রেরণ করেছেন। আর আজ জামাতের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটছে। জামাত প্রতি বছর বহু মিলিয়ন পাউন্ড প্রকাশনা, লিটারেচার এবং মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণে ব্যয় করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থ আফ্রিকা, ভারতসহ আরও অনেক দেশে ব্যয় হয়। এটা আল্লাহ্‌র রহমত যে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও জামাতের সদস্যরা খরচ মেটাচ্ছেন। মহান আল্লাহ্‌ও তাঁর আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। দরিদ্র ও ধনী দেশে সর্বত্রই আল্লাহ্‌র পথে বলিদানকারীরা এক অভূতপূর্ব উপায়ে আশিস লাভ করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার লাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তানজানিয়া, গ্যাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, গিনি এবং ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, লিঙ্গ ও জাতির অন্তর্ভুক্ত বিশ্বস্ত আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দিপ্তকারী ঘটনা তুলে ধরেন।

হুযুর আনোয়ার (আ.) বলেন, ভারত থেকে ওয়াকিল-উল-মাল সাহেব বলেছেন যে এখানে একজন আছেন যিনি আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে- তাহরিক জাদিদ আদায়ে বিশেষ ভাবে এগিয়ে রয়েছেন। তাকে বাজেট বাড়াতে বলায়, সে জিজ্ঞেস করলো কত বাড়াতে হবে, তাকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়ানোর কথা বলা হয়। কিন্তু সে জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিকে বললো যে, আপনি বলে দিন। তখন সেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তাকে তার বাজেট দশ লাখ টাকা বাড়াতে বলে। তিনি আগেই পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছিলেন, এখন বর্ধিত টাকাটিও আদায় করে দেন। তিনি বলেন, আমার একটি বাড়ি ছিল যা রেজিস্ট্রি হচ্ছিল না এবং এতে ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে ধারণা করা হলেও চাঁদা বাড়ানোর কয়েকদিন পরেই কাজটি হয়ে যায়। এটা স্থগিত ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ ধনী বা গরীবদের কাছ থেকে ধার নেন না। বরং প্রত্যেককে তাদের অবস্থানুযায়ী পুরস্কৃত করেন।

ভারত থেকেই, ওয়াকিল-উল-মাল সাহেব লিখেছেন যে কাশ্মীরের একজন ডাক্তার যিনি শের কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধের পর তিনি আমাকে বলেন যে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান বিজ্ঞানী করা হয়েছে এবং তাঁর বেতনও অনেক বেড়েছে। এতে তিনি তাঁর তাহরিক ই জাদিদের অনুদানও বাড়িয়ে দেন।

তাহরিক ই জাদিদের ৮৮তম বছরের শেষে, বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়া সংশ্লিষ্ট বছরে এই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১৬.৪ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক কুরবানী দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও, এই প্রাপ্তি মহান আল্লাহ্‌র রহমতে গত বছরের তুলনায় ১.১ মিলিয়ন পাউন্ড বেশি। এ বছরও জার্মানির জামাত বিশ্বব্যাপী জামাতগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। পাকিস্তানও মহান আল্লাহ্‌র রহমতে ভালো ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। রুপির মান কমে

যাওয়ায় তারা পিছিয়ে পড়েছে, নতুবা ত্যাগ স্বীকারে তারা অগ্রগামীই। জার্মানি এগিয়ে থাকলেও নিজস্ব মুদ্রার দিক থেকে তাদের মান কমেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন এখন ক্রমবর্ধমান। এভাবেই উন্নতি করতে থাকলে অচিরেই এরা জার্মানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। একইভাবে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং ঘানার জামাতগুলির চাঁদাও অসাধারনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাঁদা আদায়ের দিক থেকে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জামাতগুলির মধ্যে রয়েছে নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, সুইডেন, জর্জিয়া, নরওয়ে, বেলজিয়াম, বার্মা, মালেশিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, কিরিবাতি, কাজাখস্তান, তাতারস্তান, ফিলিপাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত।

আফ্রিকান দেশগুলিতে মোট প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঘানা প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এরপর যথাক্রমে মরিশাস, নাইজার, বুরকিনা ফাসো, তানজানিয়া, গ্যাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, উগান্ডা, সিয়েরা লিওন এবং বেনিন।

মাথাপিছু আদায়ের ক্ষেত্রে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথম সারিতে। অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা আল্লাহ তাআলার রহমতে ১৫ লাখ ৯৪ হাজার।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে নাইজেরিয়া এক নম্বরে। এরপর যথাক্রমে গিনি-বিসাউ, কঙ্গো-ব্রাজাভিল, গিনি-কিনাকিরি, তানজানিয়া, কঙ্গো-কিনশাসা, গ্যাম্বিয়া, ক্যামেরুন, আইভরি কোস্ট, নাইজার, সেনেগাল এবং বুরকিনা ফাসো।

আল্লাহ্‌র রহমতে **দফতর আউয়াল**-এর খাত এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হল কোয়েম্বাটুর তামিলনাড়ু, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কারুলাই, পাথাপিরম, কালিকট, ব্যাঙ্গালোর, মেলাপালাম, কলকাতা এবং কেরঙ্গ। আর্থিক ত্যাগস্বীকারে ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য।

হুযুর আনোয়ার কুরবানী প্রদানকারী সকলের জন্য প্রার্থনা করেন যে আল্লাহ্ তাআলা আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারী প্রত্যেকের সম্পদরাজি ও আত্মার প্রতি অফুরন্ত আশীর্বাদও কল্যান দান করুন।

খুতবা শেষে একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যের জামাত **ব্রিটেনের আহমদিয়াতের ইতিহাস** প্রসঙ্গে একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে।

এই ওয়েবসাইটে পশ্চিমাবিশ্বের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বারা **প্রকাশনার মাধ্যমে হেদায়েতের পূর্ণতালাভ** বিষয়ে গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে জামাতের সূচনা বোঝা যায় ১৯১৩ সাল থেকে, যখন চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব এখানে এসেছিলেন, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)- এর বাণী ব্রিটেন এবং যুক্তরাজ্যের অন্যান্য দেশে তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি নিয়ে পৌঁছেছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী প্রমাণাদি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, একটি চিঠি এবং একটি ইংরেজি বিজ্ঞাপন আট হাজার কপি ছাপিয়ে ভারত ও ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ও সম্মানিত পাদ্রী সাহেবগণ এবং বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মের প্রখ্যাত নেতাদের কাছে সেই সময়ে এই বার্তাটি যতদূর পৌঁছানো সম্ভব ছিল পৌঁছে দিয়েছিলেন। এর একটি উদাহরণ হল, যুক্তরাজ্যে চার্লস ব্রিডল নামে একজন রাজনীতিবিদ, যিনি একজন নাস্তিক ছিলেন, ১৮৮৫ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এখানকার একটি স্থানীয় সংবাদপত্র, কোর কনস্টিটিউশন-এর ৮ জুন, ১৮৮৫ এর সংখ্যায়

এর উল্লেখ করা হয়েছিল। একইভাবে থিওসফিস্ট সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হেনরি স্টিল অ্যালকটও ১৮৮৬ সালে এই আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, যা তিনি তার সংবাদপত্র দ্য থিওসফিস্টের সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলেন।

এই ওয়েবসাইটে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরকতময় যুগের ওপর একটি টাইমলাইন তৈরি করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে সত্যের বাণীর ওপর ভিত্তি করে (আহমদীয়তের) বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও একটি টাইমলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক যুগের মোবাল্লেগ, যাদের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণও ছিলেন তাদের পরিচিতি এবং যুক্তরাজ্যে তাদের সেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সকল তথ্যসূত্রসহ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পাদরী ইগোট সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে, ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে আরও গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যা তরুণ প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট করে দেবে যে তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের এই দেশে আসার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল। এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল-

www.history.ahmadiyya.uk

তাই এটিও শুরু হবে আজ থেকে। যদিও এটি শুরু হয়ে গেছে, তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজই করতে চান তারা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এবং অন্যদের জন্য এটি কল্যানমন্ডিত করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহ্সানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশরও এশায়াত কাদিয়ান থেকে বাংলা অনুবাদ কুরআন, ইসলামি নীতি দর্শন এবং সোশাল মিডিয়া সহ ৪৮টি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা এবং পুস্তকগুলি কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্য সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
4 November 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in